মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

Web : www.dinajpureducationboard.gov.bd
E-mail : dinajpureducationboard@gmail.com

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০১৯ এর ফরম পুরণ বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং ঃ মাউশিবোদি/পনি/পরী/এইচএসসি/২০১৮/২৭৮৮(১০০০) **তারিখ ঃ** ২৯/১১/২০১৮ খ্রিঃ

এতদ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর আওতাধীন সকল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার Online এ ফরম পুরণ ও প্রয়োজনীয় ফি দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ, ফি এর হার ও নিয়মাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

০১। ক) কেবল বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণ আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে। তবে আংশিক বিষয়ের (এক/দুই) পরীক্ষার্থীদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়/বিষয়সমূহের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। কোন পরীক্ষার্থী তার রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষা কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে।

খ) কোন পরীক্ষার্থী তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ কিংবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের লিখিত আবেদন ও পরীক্ষার্থীর প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারবে।

গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরীক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অধিকতর সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এ মডেল টেস্ট কোন পরীক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং এর জন্য অতিরিক্ত ফি ধার্য বা আদায় করা যাবে না।

ঘ) এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৯ অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখ ০১/০৪/২০১৯ (সোমবার)।

০২। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ফি বাবদ মোট অর্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সচিবের অনুকূলে সোনালী সেবার মাধ্যমে জমা করে প্রাপ্ত রশিদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

০৩। **Online-এ ইলেক্ট্রনিক ফরম ফিলাপ eFF এর কার্যক্রম ও সময়সূচি সংক্রান্ত :**

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
(ক)	রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অনিয়মিত (রিটেইন্ড) পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় তালিকাভূক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ :	০৬/১২/২০১৮
(খ)	জিপিএ উন্নয়ন এবং এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের সংশ্লষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের শেষ তারিখ : **নোট :** যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগ পাবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ২০১৮ সালে আংশিক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে উর্ত্তীণ পরীক্ষার্থীরা এ সুযোগ পাবে না । উল্লেখ্য যে, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সকল ছাত্র/ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়।	১০/১২/২০১৮
(গ)	**রেজিস্ট্রেশন নবায়নের শেষ তারিখ :** **নোট :** ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে শুধুমাত্র ২০১৯ সালে ঐ এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ২৫০/ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)।	১২/১২/২০১৯
(ঘ)	নির্বাচনি (টেস্ট) পরীক্ষা গ্রহণসহ ফল প্রকাশের শেষ তারিখ :	১২/১২/২০১৮
(ঙ)	Online-এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable List) দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.dinajpurboard.gov.bd-এ প্রদর্শনের তারিখ :	১৩/১২/২০১৮
(চ)	Online-এ বিলম্ব ফি ছাড়া ফরমপুরণের তারিখ :	১৩/১২/২০১৮ থেকে ২০/১২/২০১৮
(ছ)	বিলম্ব ফি ছাড়া Sonali Seba-এর মাধ্যমে ফি জমা দেয়ার শেষ তারিখ :	২৩/১২/২০১৮
(জ)	প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/-(একশত টাকা) হারে Online-এ বিলম্ব ফিসহ ফরমপুরণের তারিখ :	২৪/১২/২০১৮ থেকে ২৭/১২/২০১৮
(ঝ)	বিলম্ব ফি-সহ Sonali Seba-এর মাধ্যমে ফি জমা দেয়ার শেষ তারিখ :	৩০/১২/২০১৮

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
(এ)	• প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ণিত ওয়েবসাইটের eFF Link-এ Click করে প্রতিষ্ঠানের EIIN ও HSC Registration-এর Password দিয়ে Login করে প্রাপ্ত Probable List Print করে হার্ডকপিতে লালকালির বলপেন দিয়ে টিক চিহ্ন প্রদানপূর্বক পরীক্ষার্থী বাছাই/Select করতে হবে। • উক্ত হার্ডকপিতে (Probable List) টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত সম্ভাব্য তালিকায় (Probable List) Online এ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও নামের পার্শ্বে ক্লিক করে ফরমপুরণ সম্পন্ন করতে হবে। • পরীক্ষার্থী সিলেক্ট করার পর প্রাপ্ত Temporary List Print করে ভালভাবে যাচাই/বাছাই করতঃ প্রয়োজন হলে কোন পরীক্ষার্থী বাদ পড়ে থাকলে তাকে সংযুক্ত করা এবং বেশি হয়ে থাকলে তাকে বাদ দেয়া যাবে। • একই নামের একাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকলে প্রকৃত পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে রেজিঃ নম্বর দিয়ে নির্বাচন করতে হবে, যাতে প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষার্থীর নাম নির্বাচিত না হয়। অনুরূপ ভুলের জন্য যাবতীয় দায় প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বহন করতে হবে। • প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা হতে পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার পর সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই শেষে Confirm Button-এ ক্লিক করে ফরম পুরণ Confirm করতে হবে। ফরম পুরণ Confirm করা হলে Confirm Button-এর পার্শ্বে "Sonali Seba" Button পাওয়া যাবে। তারপর "Sonali Seba" Button-এ ক্লিক করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও Mobile No. দিয়ে Save Button-এ Click করলে মোট ফি-এর পরিমাণ উল্লেখসহ সোনালী সেবা Payslip তৈরি হবে। উক্ত Payslip প্রিন্ট করে Payslip-এ উল্লিখিত ফি সোনালী ব্যাংকের নিকটতম শাখায় জমা দিয়ে প্রাপ্ত Payslip ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমাদানের ৭২ ঘন্টা পর Final List প্রিন্ট করা যাবে। মনে রাখতে হবে Final List প্রিন্ট না করা পর্যন্ত কোন পরীক্ষার্থীর ফরমপুরণ সম্পন্ন হবে না। • Final Candidate List Print করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করত: প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করবেন। • কেবলমাত্র সোনালী সেবার মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেয়ার পর Final Candidate List দেখা ও প্রিন্ট করা যাবে।	

০৪। **সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার কপি ও পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরসহ চূড়ান্ত প্রিন্ট আউট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তমরূপে সংরক্ষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে কিংবা শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে না।**

০৫। যে সকল কলেজে ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের ০১ কপি তালিকা নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী তৈরি করে ২০/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ মন্ডল-এর দপ্তরে জনাব মোঃ মইনুল হক, উচ্চমান সহকারী-এর নিকট হাতে হাতে জমা দিতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কলেজের পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

ছক

শাখা	বিষয় ও কোড	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শাখা	বিষয় ও কোড	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শাখা	বিষয় ও কোড	শিক্ষার্থীর সংখ্যা

০৬। **এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :**

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬/২০১৭/২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বা একাধিকবার অংশগ্রহণ করে এক/দুই বিষয়ে (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদাকলে তারা ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অবশিষ্ট অকৃতকার্য/অনুপস্থিত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণ কখনই চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছা করলে এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে চতুর্থ বিষয়সহ সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য/অনুপস্থিত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ ২০১৯ সালের এক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে তাদেরকে অনুচ্ছেদ ৩(iii) মোতাবেক ১২/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা হারে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি শুধুমাত্র সোনালী সেবার মাধ্যমে জমা দিয়ে পরীক্ষা শাখা থেকে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে নিতে হবে।

(গ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৫/২০১৬/২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়ে ২০১৬/২০১৭/২০১৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঐ এক/দুইবিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে বহিস্কার অথবা অভিযুক্ত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৬/২০১৭/২০১৮ সালের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

০৭। **২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা সংক্রান্ত :**
পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শিম/শা:১০/৭ পরীক্ষা২(গ্রেডিং)/২০০২/৬১০, তারিখ: ০৪/০১/২০০৩ এর ১(এ) এ বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণকে ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে।

০৮। **রেজিস্ট্রেশন ও সেশন সংক্রান্ত :**

ক) ২০১৪-২০১৫ সেশনের পূর্বের রেজিস্ট্রেশনধারী কোন পরীক্ষার্থী ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে ২০১৩-২০১৪ সেশনের এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ) পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন ও বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল অধ্যক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

০৯। **রেজিস্ট্রেশন নবায়ন সংক্রান্ত :**

ক) ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা দুই বা ততোধিক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং যাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারা কোন অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ২০১৯ সালে একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে এবং যে কোন কারণে তারা ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি অথচ তাদের ২০১৮ সালে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারাও ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা নবায়ন ফি বোর্ডে জমা দিয়ে শুধু একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন নবায়নপূর্বক ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বি.দ্র.: আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে কখনই চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না এবং দুই বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য থাকলে কখনই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

১০। **জিপিএ উন্নয়ন হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :**

ক) কেবল ২০১৮ সনের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকলে ২০১৯ সনের পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০১৯ সনের পরীক্ষায় এদের জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে। জিপিএ উন্নয়ন না হলে (অর্থাৎ পূর্বে প্রাপ্ত জিপিএ এর চাইতে বেশি জিপিএ না পেলে) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদ সরবরাহ করা হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফল ও রোল পরবর্তীতে কোথাও ব্যবহার করা যাবে না।

খ) যে সকল পরীক্ষার্থী এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা কখনই জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১১। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিলেবাস সংক্রান্ত :

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
বাংলা ১ম পত্র	(ক) বাংলা ১ম পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) বাংলা ১ম পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) বাংলা ১ম পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
বাংলা ২য় পত্র	(ক) বাংলা ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) বাংলা ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইংরেজি ১ম পত্র	(ক) ইংরেজি ১ম পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্রপ্রণীত হবে। (খ) ইংরেজি ১ম পত্রে ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইংরেজি ২য় পত্র	(ক) ইংরেজি ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ইংরেজি ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
রসায়ন	(ক) রসায়ন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাসও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) রসায়ন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামের ইতিহাস	(ক) পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাসও সংস্কৃতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পৌরনীতি ও সুশাসন	(ক) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	(ক) আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯,২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	(ক) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীতহবে।
ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	(ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীলদ্ধতিতেপ প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল	(ক) অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯ ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে (খ) অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পরিসংখ্যান, উচ্চতর গণিত	(ক) উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে (খ) উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	(ক) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রপ্রণীত হবে (খ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য যথাক্রমে ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইসলাম শিক্ষা	(ক) ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে । (খ) ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
সাচিবিক বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান	(ক) মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে । (খ) সাচিবিক বিদ্যা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৭ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) মৃত্তিকা বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

১২। সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফি সংক্রান্ত :

পরীক্ষার্থীর প্রকার	পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র/ বিষয়)	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র আদায়কৃত)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনিয়মিত ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনুমতি/ তালিকাভুক্তি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	১০০/-	২৫	৫০/-	১০০/-	×	×	১৫/-	৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি	১০০/-	২৫	৫০/-	১০০/-	১০০/-	×	১৫/-	৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে	১০০/-	২৫	৫০/-	×	১০০/-	×	১৫/-	৫/-
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	১০০/-	২৫	৫০/-	১০০/-	×	১০০/-	১৫/-	৫/-
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী	১০০/-	২৫	৫০/-	১০০/-	×	১০০/-	১৫/-	৫/-

১৩। i) অন্যান্য ফি এর হার (যাদের বেলায় প্রযোজ্য) :

ক) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী — ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

খ) বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী — ১০০/- (একশত) টাকা।

ii) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার ফি :

ক) যে সব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষা আছে (প্রতি পরীক্ষার্থী) ২০০/- (দুইশত টাকা)।

খ) যে সব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর (যেমন: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রালপালসি জনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী, শিক্ষক, পুলিশ, মিলিটারী) নির্বাচনী পরীক্ষা নেই তাদের ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ১০০/- (একশত টাকা)।

১৪। কেন্দ্র ফি সংক্রান্ত (এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করতে হবে) :

ক) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় নেই) জন প্রতি ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)।

খ) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় আছে) জন প্রতি ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা) + ব্যবহারিক প্রতি পত্রের জন্য ২৫/- (পচিশ) টাকা **(তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (২৭৫) বিষয় ব্যতিত)।**

গ) এইচএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি (অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষকদের জন্য) পত্র প্রতি ২০/- (বিশ টাকা)।

ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কর্মসম্পাদনেরপর পরই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ১০/- (দশ টাকা) এবং বহিরাগত পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ১০/- (দশ টাকা) হারে সম্মানী/পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ড টিএ/ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না।

উল্লেখ্য, যেহেতু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (২৭৫) বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে সেহেতু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (২৭৫) বিষয়ের ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত ২০/- (বিশ) টাকা হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ১৩/- (তের) টাকা এবং কেন্দ্র ৭/- (সাত) টাকা হারে প্রাপ্য হবে।

বি:দ্র: কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক, উভয় প্রকার পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা পরিচালনার ব্যয়ের ঘাটতি বিশেষ করে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যয় বহন করবেন, এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কোনরূপ অনুদান প্রদান করা হবে না। শিক্ষা বোর্ড অফিস হতে সাদা উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্র ফি হতে সংকুলান করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানে যে বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত হবে।

আদায়কৃত কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফি ব্যতিত) হতে প্রত্যেক কলেজ ১০% টাকা নিজস্ব ব্যয়ের জন্য রেখে অবশিষ্ট ৯০% টাকা পরীক্ষা কেন্দ্রের/ভেন্যুর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে। ভেন্যু কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার সকল প্রকার ব্যয়ভার মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহন করবেন। নিজ কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, পরীক্ষার্থী ও বিষয়ের সংখ্যা অনুপাতে মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত কলেজকে ব্যবহারিকের নির্ধারিত ফি প্রদান করবেন।

১৫। পরীক্ষার ফি এবং ফরম শিক্ষা বোর্ডে জমা দেয়ার নিয়মাবলি সংক্রান্ত :

ক) পরীক্ষার যাবতীয় ফি বোর্ডের সচিবের অনুকূলে কেবল সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে সোনালী সেবার মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

খ) কোনক্রমেই নগদ টাকা, পেঅর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার, সিকিউরিটি ডিপোজিট রিসিট অথবা ট্রেজারি চালান ইত্যাদিতে শিক্ষা বোর্ডের ফি গ্রহণ করা হবে না।

গ) এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখের পর কোনক্রমেই পরীক্ষার ফি'র সোনালী সেবা ও অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১৬। ছাড়পত্রধারী (TC) পরীক্ষার্থীর ফরম পুরণ সংক্রান্ত :

TC (ছাড়পত্রধারী) পরীক্ষার্থীদের ফরম পুরণ Online (e-FF)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে না। TC (ছাড়পত্রধারী) পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীদের ফরম পুরণের জন্য প্রয়োজনীয় ফি পৃথকভাবে সোনালী সেবার মাধ্যমে জমা করে জমাকৃত রশিদ (বোর্ডের অংশ) মূল কপি, প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদন, শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত বৈধ ছাড়পত্রের কপি, এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি/এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি ও প্রতিষ্ঠানের দেয়া TC-এর সত্যায়িত ফটোকপি আগামী ২০/১২/২০১৮ তারিখের মধ্যে হাতে হাতে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী-এর নিকট জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্রধারী পরীক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে শিক্ষা বোর্ড তাদের ফরম পুরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

১৭। স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) নিয়োগ :

শিক্ষা বোর্ডের অনুমতিক্রমে কোন অন্ধ প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীর স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) এর পূর্ণ বিবরণ ও অভিভাবকের সম্মতিসহ পরীক্ষার্থীর ০২ (দুই) কপি ও শ্রুতি লেখকের ২ (দুই)কপি সত্যায়িত ছবি এবং মোবাইল নম্বর সম্বলিত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাওয়ার পর মূল প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষা শুরুর ০৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। শ্রুতি লেখকের জন্য আবেদন করলে আবেদনের সাথে সিভিল সার্জন/সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সার্টিফিকেট-এর ফটোকপি সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। এ ধরণের পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ২০ (কুড়ি) মিনিট সময় বৃদ্ধি করা যাবে। শ্রুতি লেখক (স্কাইব) নিয়ে পরীক্ষার্থী যে কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সেই কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব তার জন্য সময় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৩.০৩৬.১৪.৪৯৫, তারিখ- ২৯/০৯/২০১৫ এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রালপাল্সি) শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য শিক্ষক/অভিভাবক/সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় বিধায় তাদের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ দিতে হবে। এ ধরণের পরীক্ষার্থীদের সাধারণ পরীক্ষার্থীদের তুলনায় ৩০ (ত্রিশ) মিনিট অতিরিক্ত সময় প্রদান করতে হবে। যে কেন্দ্রে এ ধরণের পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সেই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার জন্য সময় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ধরণের শিক্ষার্থীদের অভিভাবককে উল্লিখিত সুবিধা গ্রহণের জন্য পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র পাওয়ার পর মূল প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড বরাবর আবেদন করে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। আবেদনের সাথে সিভিল সার্জন/বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত অটিস্টিক/ডাউন সিনড্রোম/সেরিব্রালপাল্সি সনাক্তকরণ সনদ, পরীক্ষার্থী ও সাহায্যকারীর পাসপোর্ট সাইজের ০২ (দুই) কপি করে সত্যায়িত ছবি জমা দিতে হবে।

১৯। ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ পদ্ধতি সংক্রান্ত ঃ

সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর ফল নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে।

লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি ব্যাপ্তি	গ্রেড পয়েন্ট
A+	80 - 100	5.00
A	70 - 79	4.00
A-	60 - 69	3.50
B	50 - 59	3.00
C	40 - 49	2.00
D	33 - 39	1.00
F	00 - 32	0.00

২০। অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত :

ক) অবৈধ রেজিস্ট্রেশন, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে কলেজ বদলি ও অভিযুক্ত হবার কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষার্থী হলে, সেপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ছাড়াও অন্য যে কোন ধরনের অবৈধ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার অনুমতি দিলে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ দায়ী থাকবেন।

খ) এ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রফেসর মোঃ তোফাজ্জুর রহমান
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর
টেলিফোন নম্বর ঃ ০৫৩১-৫১৮৮১ (অফিস)

স্মারক নং ঃ মাউশিবোদি/পনি/পরী/এইচএসসি/২০১৮/২৭৮৮(১০০০) **তারিখ ঃ ২৯/১১/২০১৮ খ্রিঃ**

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ-

০১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
০৪। ডিআইজি অব পুলিশ, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
০৫। জেলা প্রশাসক, রংপুর/গাইবান্ধা/নীলফামারী/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড়।
০৬। পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
০৭। পুলিশ সুপার, রংপুর/গাইবান্ধা/নীলফামারী/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড়।
০৮। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সকল কর্মকর্তা।
০৯। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র, রাজশাহী।
১১। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অত্র শিক্ষা বোর্ড।
১২। রংপুর/গাইবান্ধা/নীলফামারী/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড় জেলার আওতাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৩। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, দিনাজপুর কর্পোরেট শাখা।
১৪। রংপুর/গাইবান্ধা/নীলফামারী/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড় জেলার আওতাধীন সকল জেলা শিক্ষা অফিসার।
১৫। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মঞ্জুরীপ্রাপ্ত সকল কলেজের অধ্যক্ষ।
১৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র শিক্ষা বোর্ড।
১৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চিঠিপত্র গ্রহণ শাখা, অত্র শিক্ষা বোর্ড।
১৮। Website Copy।
১৯। সংরক্ষণ নথি।

প্রফেসর মোঃ তোফাজ্জুর রহমান
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর
টেলিফোন নম্বর ঃ ০৫৩১-৫১৮৮১ (অফিস)